খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন
Right to Food & Nutrition Campaign

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

মধ্য আয়ের দেশে

অতি দরিদ্রসহ ৪ কোটি দরিদ্রের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা চাই

খাদ্য অধিকার আইন চাই

২০১৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন’কে কেন্দ্র করে সংগঠিত ৮০০ এর অধিক স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক এনজিও ও নেটওয়ার্ক এবং নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে নেটওয়ার্ক জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কৃষি, নিরাপদ খাদ্য, পানি, ভূমি, খাদ্যাভাস, খাদ্য সংকট ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী ক্যাম্পেইন এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি এডভোকেসিসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য ‘সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার’ প্রতিষ্ঠা।

খাদ্য অধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে 'খাদ্য অধিকার আইন'এর বিষয়ে অঙ্গীকারের দাবিতে জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮ 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ক্যাম্পেইন-এর বিস্তারিত:

দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি

- বিগত কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক সামাজিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিগত মার্চ মাসে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রাথমিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে।
- ২০১৫ সালের আগেই দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশের বেশি কমিয়ে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (MDG) পূরণ করেছে বাংলাদেশ।
- দেশে খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- ৬% এর উপরে প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) ধারাবাহিকতায় গত বছর থেকে ৭% এর উপরে জিডিপি অর্জিত হচ্ছে।
- সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, সেবা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, প্রাইভেট সেক্টর, বেসরকারি উন্নয়ন সেক্টর, কৃষক-শ্রমিক ও সকল শ্রেণীর পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি

- সরকারের সুলিখিত খাদ্য নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও দেশের অতিদরিদ্র ১২.৯ শতাংশ অর্থাৎ ২ কোটিসহ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মোট ৪ কোটি মানুষ কেউ বেশি কম বা অল্প কম খেতে পায়। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী দৈনিক ২ হাজার ১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য পায় না।
- বাংলাদেশে এখন প্রায় আড়াই কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, ৪৪ শতাংশ নারী রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন। শিশুদের মধ্যে খর্বকায় শিশুর হার (কম উচ্চতাসম্পন্ন) ৩৬.১%, কম ওজনসম্পন্ন ৩২.৬% এবং কৃশকায় ১৪.৩%। যারা প্রয়োজনীয় খাবার খেতে পায় না বলে অপুষ্টিতে ভোগে।

দারিদ্র্য ও বৈষম্যের চিত্র

- বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রধানত উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, রংপুর ও লালমনিরহাট জেলা; পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা; ঢাকা বিভাগের জামালপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলা এবং খুলনা বিভাগের মাগুরা জেলায় দারিদ্র্যের হার সর্বোচ্চ ৭০.৮% থেকে ৪২% পর্যন্ত। এছাড়াও নদীভাঙ্গন এলাকা, চরাঞ্চল ও হাওরের কোন কোন এলাকা এবং রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন মহানগরে বস্তিতে বসবাসকারী অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবনযাপন করে।
- সমাজে আয়-বৈষম্যের ব্যাপকতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শীর্ষ ১০ ভাগ ধনী পরিবারের আয় মোট জাতীয় আয়ের ৩৮ শতাংশ এবং নিম্নে অবস্থানকারী ১০ ভাগ অতি দরিদ্রের আয় মোট জাতীয় আয়ের ১ শতাংশ।
- দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কারণে অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি না পাওয়ায় তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। যথাযথভাবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ না হওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে। এসকল শিশুরা পরবর্তীতে কর্মজীবনেও ভাল করতে পারে না। দারিদ্র্য ও খাদ্য ঘাটতির কারণে বেশিরভাগ সময় নারীরা সন্তানদের যথেষ্ট খাদ্য না দিতে পারার ফলে নিজে আরও কম খায়। ফলে বিরাট সংখ্যক নারী রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে।

এ অবস্থায় বিগত কয়েক বছর ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের হার কমলেও ৪ কোটি মানুষ অতিদরিদ্র ও দরিদ্র থেকেই যাচ্ছে।

দেশের লক্ষ্য

২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ, ২০২৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-এসডিজি'র ১নং লক্ষ্য 'দারিদ্র্যের অবসান', ২নং লক্ষ্য 'ক্ষুধামুক্তি' ৩ নং লক্ষ্য 'স্বাস্থ্যকর জীবন', ৪নং লক্ষ্য 'মানসম্মত শিক্ষা', ৮ নং লক্ষ্য 'মানসম্মত কাজ ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান'সহ সকল লক্ষ্য অর্জন। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ।

লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম প্রধান করণীয় 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

- দেশের লক্ষ্য অর্জনে সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমরা জানি, মানুষের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান। আমাদের সংবিধানে যা মৌলিক চাহিদা হিসেবে বর্ণিত আছে। ইতিমধ্যে দারিদ্র্যসীমার উপরে অবস্থানকারী ৭৫ ভাগের বেশি মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ কম-বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- সকল মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে খাদ্য নীতিসহ সরকারের বহুমুখী কর্মসূচি থাকলেও প্রয়োজনীয় সাফল্য এখনও অর্জিত হয়নি। যেকোন মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় খাদ্যের ঘাটতি তাকে অসহায় ও মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতিদিন ২ হাজার ১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য পেলে, তারা নিজেরাই সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে অন্যান্য অধিকার অর্জন করতে পারে।
- উল্লেখ্য যে, বিশ্বের সকল উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের একাংশ আইন/নীতির মাধ্যমে সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ২০১৩ সালে গৃহীত খাদ্য নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে (যেখানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের খাদ্যসহ সংশ্লিষ্ট অধিকারের বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে) পর্যায়ক্রমে সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। নেপালেও সংবিধানে সব মানুষের খাদ্য অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।
- বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনায় দেখা যায়, সব মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করার বিষয় সেবামূলক নয় অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখা প্রয়োজন। তাই আমাদের সংবিধানের আলোকে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ২০২১ সালের মধ্যে প্রকৃত মধ্য-আয়ের দেশ এবং এসডিজির ১নং ও ২নং লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। পাশাপাশি বিগত ৩০ মে ২০১৫ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন'-এর উদ্বোধন করে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা,** "দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল জুড়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরো সমুন্নত করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকবে।"– কার্যকর করতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।
- এজন্য অতিদরিদ্র ও দরিদ্র ৪ কোটি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

'খাদ্য অধিকার'-বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের ভূমিকা

দাবি তুললেই যেমন আইন প্রণয়ন হয় না, আবার আইন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তার যথাযথ বাস্তবায়ন হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন থাকলেও বাস্তবায়ন না হওয়ার প্রধান কারণ, ঐ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উদ্যোগ এবং জনসচেতনতার ঘাটতি। তাই যে কোনো আইন প্রণয়নের দাবির সাথে সকল রাজনৈতিক দল, নীতি-নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। পাশাপাশি জনসচেতনতা থাকলে সে আইনের বিধানাবলী ভালো হয় এবং তার বাস্তবায়নও সহজে ত্বরান্বিত হয়। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এর কোনো বিকল্প নেই।

ক্যাম্পেইন কর্মসূচি

১ 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ২৫ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান এবং পলিসি এডভোকেসি।

- খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
- 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার পরিস্থিতি এবং আইনের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে সচেতনতামূলক আলোচনা এবং সংশ্লিষ্টদের স্বাক্ষর সংগ্রহ
- খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা
- মিডিয়া ক্যাম্পেইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি) ক্যাম্পেইন
- স্বাক্ষর ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়) 'খাদ্যের সাথে পুষ্টির সম্পর্ক' বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা
- সকল জেলা সদরে 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার যুব কনভেনশন' এবং ঢাকায় 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার জাতীয় যুব কনভেনশন'

২ নির্বাচনী ইশতেহারে 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সংলাপ।

- ৪ কোটি অতিদরিদ্র ও দরিদ্রদের পর্যাপ্ত খাদ্য এবং পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয় নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের সাথে 'জাতীয় সংলাপ', 'মতবিনিময়' ও 'লবিং'
- 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নে অঙ্গীকারের দাবিতে সংসদীয় আসনভিত্তিক 'ভোটার ও প্রার্থীদের মধ্যে সংলাপ'

৩ ক্যাম্পেইন কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেশব্যাপি ১০০০-এর অধিক 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন টিম' সংগঠিত করা।

- সকল স্তরের বেসরকারি সংস্থা ও নেটওয়ার্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন, নারী ও শিশু সংগঠন, কৃষক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন, আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের সংগঠন এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ও সকল ধরনের সামাজিক সংগঠন পর্যায়ে দেশব্যাপী ১০০০-এর অধিক 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন টিম' গঠন
- ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন গাইডলাইনের আলোকে 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন টিম'-এর ওরিয়েন্টেশন
- প্রত্যেক খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন টিম-এর উদ্যোগে স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং সম্মিলিতভাবে ক্যাম্পেইনের অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন

ক্যাম্পেইন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সর্বস্তরের নাগরিক-ছাত্র-যুব-নারী-কৃষক-শ্রমিক-পেশাজীবী-স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সকলকে 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নের যৌক্তিক দাবি প্রতিষ্ঠায় স্বাক্ষর প্রদানসহ সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানানো যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার অচিরেই 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে অঙ্গীকার প্রদান করবেন।

যোগাযোগ
সচিবালয়: ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ৩/১১, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০
ফ্যাক্স: ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০ এক্স. ১২৩, মোবাইল: ০১৭৫৫৬৫৫৪৩০, ০১৭০৭০০১৪১৫, ০১৭১৯২৬৮৬৯৬, ০১৭১৭৮০০৭৭৯
info.rtfbd@gmail.com www.rtfbangladesh.org facebook.com/RighttoFoodBangladesh

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত